সাম্প্রদায়িক কালনাগ গুপ্ত-দাদা

কর্ণফুলী'র অনুশোচনা

গুপ্ত অর্থাৎ গোপন, যা প্রকাশিত নয়। গুপ্ত শব্দের ব্যবহার নানাভাবে হতে পারে। যেমন নরসুন্দরের ক্ষুর ব্যবহার করা হয় বর্তমান উগ্রপন্থী ছাত্র রাজনীতির মল্লক্ষেত্রে। মুখে হাসি রেখে পেছন থেকে ছুরি মেরে 'গুপ্ত'হত্যা করেও গুপ্ত শব্দটির যথার্থ ব্যবহার করা যায়। এ অর্থবহ ও রহস্যজনক শব্দটি নিয়ে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে সিডনী'র বিখ্যাত বাংলা কথক (বাগ্মী), শব্দ যাদুকর, ছড়াকার ও লেখক অজয় দাশগুপ্তের নামের সাথে উপরেল্লেখিত 'গুপ্ত' শব্দটির কোন মিল আছে কিনা এ বিষয়ে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের কর্ণফুলী'র নুতন সাথী নির্মল ভট্টাচার্য্য ও কর্ণফুলী'র প্রতিনিধি যৌথ-উদ্দ্যেগে একটি বিশ্লেষনমূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করছেন। আগামী যেকোন সংখ্যায় এ প্রতিবেদন আমরা আন্তর্জাল-বাজারে ছাড়তে পারবো বলে আশা করছি। গেল হপ্তায় এ বিষয়ে আমরা ঘোষনা দিয়েছিলাম, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে সময়ের দৈনতায় আমরা দরীদ্র। তাই দলিলসম মূল্যবান এ লেখাটি প্রচারে একটু বাড়তি সময় খরচা হবে বৈকি, নিরপেক্ষতা রাখতে আমাদের তা করতেই হবে।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, অজয় দাশগুপ্ত একজন চতুর লেখক এবং বর্তমান অষ্ট্রেলিয় প্রবাসী সমাজে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। যার শব্দ যাদুতে অপলকনেত্রে ঘন্টার পর ঘন্টা তন্দ্রাহীন শ্রোতারা বিমুগ্ধ হয়ে তার বক্তব্য শুনে যেতে পারেন। লেখক হিসেবে তাকে পরিমাপ করা গেলেও একজন বাগ্মী হিসেবে তাকে তুলনা করার মতো কোন বঙ্গসন্তান এখন পর্যন্ত এ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপটিতে আসেনি। অদুর ভবিষ্যতেও আসবে কিনা বেশ সন্দেহ আছে। সঠিক বাক্যে নিপুনভাবে সঠিক শব্দ সঞ্চালন করে হেমীলনের বংশীবাদকের মতো সুরের মুর্ছনায় তিনিও তার শ্রোতাদের পাহাড়ী বন্ধুর পথে যোজন পথ অক্লান্তবদনে টেনে যেতে পারেন। লেখনিতে তার জটিলতা থাকলেও বক্তব্যে থাকেন তিনি অতি সহজ ও সরল।

উল্লেখিত এতো গুনে গুনান্বিত হয়েও অজয় দাশগুপ্ত দেশদ্রোহী তুল্য নব-উত্থিত বাংলাদেশী একটি সংখ্যালঘু সংগঠনের একজন শীর্ষ উপদেষ্ঠা বলে সিডনীতে এখন একটি শক্তিশালী গুঞ্জন চাউর আছে। অনেকে মন্তব্য করছেন যে, গুপ্ত-দাদা তার পাঞ্জাবীর আস্তিনে ধারালো খঞ্জর লুকিয়ে রেখে নিরচ্ছিন্ন ঘন্টার পর ঘন্টা মুখে হাসির রেস ধরে রাখতে পারেন। এটা তার কৃতিত্ব। সাধারন কোর্তার জেবের চেয়ে খঞ্জরের দৈর্ঘ্য বেশী বলে সিডনীতে প্রতিটি অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবী পরিধান করে তিনি সর্বদা অংশগ্রহণ করে থাকেন। তার মত একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ধর্মিয় সংকীর্নতার অন্ধকার কুয়াতে ঝাপিয়ে আত্মহত্যা করবেন এটি প্রবাসী সমাজের কোন বাঙ্গালী আশা করেন না। বিদেশে বসে স্বদেশের পত্রিকায় যে উদার ভাষায় প্রতিনিয়ত তিনি লেখেন, বাস্তব চরিত্রে তার প্রতিফলন হলে তিনি হতেন সার্বজনীন প্রাতঃস্মরনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তুখড় বাগ্মী অজয় দাশগুপ্ত নিজেকে, নিজের মূল্যবোধকে আজো মূল্যায়ন করতে পারলেন না। তার অস্থির, দ্বিমুখী আচরন ও অবিশ্বাস্য চরিত্র তার শুভানুধ্যায়ী মহলকে দিনে

দিনে হতাশ করেছে। অজ্ঞানবশত তিনি নিজেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। অতীতে তার আবাসিক জেলা চট্টগ্রামেও তিনি তাই করতেন বলে আমাদের নুতন সাথী নির্মল ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন। দু-একজন শৈশব ও কৈশরের সাথী গুপ্ত-দাদা সম্পর্কে একই মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতী প্রবাসী বিদ্রোহী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সদস্যদের দিয়ে গুপ্ত-প্রকাশ্যে (ওপেন-সিক্রেট) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনি যে মোর্চা এখানে বেঁধেছেন তাতে তার দুশ্চেদ্য কঠিন মুখোশ ধীরে ধীরে খসে পড়ছে বলে অনেকে আফসোস করছেন। বাংলা অভিধানে যদি 'দুমুখো' 'সুবিধাবাদী' ও 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দ তিনটি ছাপা-জনিত কারনে ঝাপসা হয়ে যায় অথবা ঘুনপোকা ঐ শব্দত্রয়কে কোনভাবে উদরস্থ করে ফেলে তাহলে সেক্ষেত্রে জীবন্ত অজয় দাশগুপ্তকে মুখোমুখী দুদণ্ড দেখলেই বাল্যশিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তিও ঐ শব্দগুলোর যথার্থ অর্থ বুঝে নিতে পারবেন বলে তার প্রাক্তন সাথীরা সকলেই নিষ্ঠুর ভাষায় তা মন্তব্য করেন।

চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রতিবেদনটি প্রস্তুত হলেই আমরা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সকল পাঠকদের বরাবরে তা পেশ করবো। আমাদের প্রতিবেদনের নিরপেক্ষতা ও সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে আমরা তা প্রকাশ করতে কিছু বাড়তি সময় নিচ্ছি। দৃষ্টি রাখুন কর্ণফুলী'র সাম্পানে, দেখুন কি বয়ে নিয়ে আসছে সাম্পান তার আগামী কিস্তিতে।

কর্নফুলী'র অনুশোচনা